ইচ্ছেডানা

গাছের মগডালে থাকে, গায়ের রং সবুজ বলে পাতার আড়ালে মিশে থাকে

বসন্তেই ডাকাডাকি বসন্ত বৌরির

প্রকৃতি এখন ফাগুনময়। চারিদিকে বসন্ত ঋতুর সাজ। পাতা ঝরে পড়ার দৃশ্য। তারই মাঝে গাছের ডালে ডালে নতুন প্রাণের আবহ। এইসব গাছের ফাঁকে দেখা পেয়ে যেতে পারো তার। কার? বলছি বলছি। বসন্ত বৌরি নামে একটি পাখির।

ইংরেজি গোত্র

বসন্ত ঋতুর সঙ্গে মিলেমিশে সে যেন একাকার। পাকা ফলে ঠোঁটের ঠোক্করে সে শুষে নেয় তার খাদ্যটুকু। বসন্ত বৌরি, এই নামে পরিচিত হলেও পাখিটিকে নীলগলা বসন্ত বৌরি, ধনিয়া, বড়ো বসন্ত বৌরি বা বসন্ত বাউরি নামেও ডাকা হয়। বসন্ত বৌরির ইংরেজি নাম কি জানো, Blue Throated Barbet. বৈজ্ঞানিক নাম Megalaima asiatica। এটি Capitonidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

কোথায় দেখা মেলে

পরিবেশবিদরা মনে করেন, ফলাহারি বসন্ত বৌরি কয়েক দশক আগে থেকেই কমতে শুরু করেছিল। এমনটা চললে পাখিটি হয়তো বিলুপ্তির পর্যায়ে চলে যাবে। ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও চিনের দক্ষিণাঞ্চলে দেখা মেলে এই বসন্ত বৌরির। আবারও ইচ্ছেডানার বন্ধুদের জানিয়ে রাখি, বসন্তকালে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে এই পাখির দেখা মেলে। চিরসবুজ বনের মধ্যে নীলগলা বসন্ত বৌরি তুলনামূলক বেশি দেখা যায়।

দেখতে কেমন

আমাদের এখানে মূলত তিন প্রজাতির বসন্ত বৌরি রয়েছে। এর মধ্যে নীলগলা বসন্ত বৌরি বেশি সৌন্দর্যময়। পাখিটির মাথার উপরের রং লাল। গলার নীচে উজ্জ্বল নীল, চোখের দুই পাশ নীলচে। মাথার চাঁদির উপরে কালচে টান রয়েছে। বুক হলদেটে। ঠোঁটের রঙে হলুদ-কালোর মিশ্রণ। চোখ লালচে। উপরের সবকটি পালক টিয়ার পালকের মতো সবুজ। লেজের তলার অংশ ফিকে নীল। ডানার তলা সাদাটে। স্ত্রী-পুরুষ বসন্ত বৌরি দেখতে একই রকম। এদের গায়ের রং সবুজ বলে পাতার আড়ালে মিশে থাকে। তাই সবুজ পাতার ফাঁকে সহজে এদের আলাদা করে দেখা যায় না।

স্বভাব যেমন

গাছের মগডাল পছন্দ করে বসন্ত বৌরি। কখনোই দলবদ্ধভাবে থাকে না। সব প্রজাতির বসন্ত বৌরির বাসার ধরন প্রায় একই রকম। এরা তিন থেকে পাঁচ দিন সময় খরচ করে ফেলে শুধুমাত্র বাসা কোথায় বানাবে, সেই জায়গাটা পছন্দ করে উঠতেই। কাঠঠোকরার মতো গাছের গায়ে ছোটো গোল গর্ত করে এরা বাসা বাঁধে। কখনো কখনো কাঠঠোকরা পাখির ছেড়ে যাওয়া বাসাও ব্যবহার করে। পাখিটির ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে মূলত মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে। দুই থেকে তিনটি সাদা রঙের ডিম পাড়ে। স্ত্রী ও পুরুষ পাখি পালাক্রমে ডিমে তা দেয় ও বাচ্চা লালনপালন করে। ডিম ফোটে ২০-২২ দিনে।

খায় কী?

ঘন জঙ্গলে ফল-পাকুড় গাছের পরিমাণ যেখানে বেশি, সেখানেই এদের বেশি দেখা যায়। ফলাহারি পাখিটির প্রিয় খাবার বটফল। তবে ছোটো পোকামাকড়ও এরা খেয়ে থাকে। বিশেষ করে পাকা বটের ফল, কদম, দেবদারু, আম, কলা, তেলাকুচা ও কিছু পোকামাকড় খেতে পছন্দ করে।

ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি

পাখিটি গাছের ডালে বসে 'পুক্রক...পুক্রক...পুক্রক' করে তিনবার থেমে থেমে ডাকে। আর একবার শুরু করলে থেমে থেমে ডাকতেই থাকে। শব্দও বেশ তীক্ষ্ণ। অনেক দূর থেকে তুমি শুনতে পাবে এই পাখির ডাক। তবে শীতকালে এরা তেমন ডাকাডাকি করে না। শীত শেষে বসন্ত ঋতু এলেই এরা গলা ছেড়ে ডাকতে শুরু করে। এদের ডাক বিনিময়ে মিষ্টি করুণ সুর লক্ষ করা যায়। প্রজাতি ভেদে আওয়াজও আলাদা হয়ে থাকে।

চেষ্টা করো বসন্তে বসন্ত বৌরি-র দেখা পাবার। আর যদি হাতে থাকে ক্যামেরা বা ক্যামেরাওয়ালা সেল ফোন, ক্লিক করতে ভুলো না।

কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে কেন?

তুমি-আমি, কোকিলকে সুরেলা কণ্ঠের পাখি হিসাবেই জানি। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, পুরুষ কোকিলই শুধুমাত্র গান গাইতে পারে, স্ত্রী কোকিল নয়। আরেকটা মজার ব্যাপার হল কোকিল অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। আর সবচেয়ে বেশি ডিম পাড়ে কাকের বাসায়। পুরুষ কোকিল কাককে 'তা' দেয়ার সময় বাসার চারদিকে ঘুরঘুর করে রাগিয়ে তোলে। কাক পুরুষ কোকিলকে তাড়া করলে সেই সুযোগে স্ত্রী কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। আবার কখনও কখনও কাক অল্প সময়ের জন্য বাসা ছেড়ে গেলে কোকিল গিয়ে ডিম পেড়ে আসে। কাক যেন টের না পায় সে জন্য কোকিল কাকের পাড়া কয়েকটি বা সবকটি ডিম ফেলে দিয়ে কোকিল ডিম পাড়ে। কাক কিছুই বুঝতে না পেরে নিজের ডিমের সঙ্গে কোকিলের ডিমে 'তা' দিয়ে বাচ্চা ফোটায়।

বৈজ্ঞানিক কারণ

অন্য পাখিদের মতো কোকিলের বাসা বাঁধবার কোনো ইচ্ছে দেখা যায় না। ডিমে তা দেওয়া বা ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে খাবার জোগাড় করে আনা, এ তো মায়ের কাজ। কিন্তু মেয়ে কোকিলের এমন কাজে আগ্রহ নেই। সব জীবেরই যে নানান রকম প্রবণতা দেখা যায় তা শরীরে তৈরি হওয়া বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবেই ঘটে থাকে। এর মধ্যে আছে পাখিদের ডিমে 'তা' দেওয়া এবং ছানাকে খাওয়ানোর মতো ঘটনা। পাখিদের এসব ব্যাপারের মূলে রয়েছে প্রোলাকটিন নামক হরমোন। পাখির মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকেই প্রোলাকটিনের ক্ষরণ ঘটে। কিন্তু মেয়ে কোকিলের প্রোলাকটিন ক্ষরণ হয় না। তাই তার শরীরে মাতৃত্ব জাগে না। কিন্তু মাতৃত্ব না জাগলেও সে ডিম পাড়ে। তাই মেয়ে কোকিল ডিম পাড়ার আগে দেখে কোন কাকের বাসায় সদ্য ডিম পাড়া হয়েছে। পরে সে অবস্থা বুঝে কাকের বাসায় ডিম পাড়ে।

আঁকিবুকি

১. **অদিতি দত্ত,** সপ্তম শ্রেণি, লিনকল্‌নস হাইস্কুল, ২. **অদ্রিতা মোদক,** তৃতীয় শ্রেণি, দিনহাটা শিশু মালঞ্চ স্কুল, ৩. **অহনা দাস,** দ্বিতীয় শ্রেণি, রামমোহন মিশন স্কুল, ৪. **শ্রেয়সী সরকার,** তৃতীয় শ্রেণি, ডিআইপিএস